প্রয়াত যোগেশ বর্মন

শোকস্তব্ধ ফালাকাটা

ফালাকাটা, ১০ ফেব্রুয়ারি ঃ রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী যোগেশচন্দ্র বর্মন (৬৮) রবিবার সকালে বেঙ্গালুরুর একটি বেসরকারি হাসপাতালে মারা যান। তাঁর মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়তেই উত্তরবঙ্গ তথা ফালাকাটায় শোকের ছায়া নেমে আসে। ফালাকাটার ভুটনিরঘাট এলাকার বাসিন্দা যোগেশবাবু ভুটনিরঘাট হাইস্কুলেরই প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক ছিলেন। ১৯৯১ সালে ফালাকাটা কেন্দ্র থেকে তিনি প্রথমবার বিধায়ক নির্বাচিত হন। এরপর ১৯৯৬ সাল থেকে বাম জমানার শেষ পর্যন্ত টানা ১৫ বছর তিনি ক্যাবিনেট মন্ত্রী ছিলেন। অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে তিনি প্রথম ১০ বছর বনমন্ত্রী ও পরের পাঁচ বছর অনগ্রসর শ্রেণিকল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রীর দায়িত্ব সামলেছেন। ফালাকাটার সংস্কৃতিমহলে তাঁর ভালো যোগাযোগ ছিল। তিনি সিপিএমের আলিপুরদুয়ার জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্যও ছিলেন। মাস দেড়েক ধরে তিনি যকৃতের জটিল সমস্যায় ভুগছিলেন। মাসখানেক ধরে তিনি কলকাতার পিজি হাসপাতালে ভরতি ছিলেন। সম্প্রতি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যোগেশবাবুর সঙ্গে কথা বলেন। রাজ্য সরকারের তরফে তাঁর চিকিৎসায় সমস্ত রকম সাহায্যের আশ্বাসও দেওয়া হয়।

সিপিএম সূত্রে জানা গিয়েছে, বেঙ্গালুরু থেকে বিমানে প্রাক্তন মন্ত্রীর মরদেহ সোমবার সকালে বাগডোগরা পৌঁছোবে। সেখানে দলের দার্জিলিং জেলা কমিটির তরফে তাঁকে শ্রদ্ধা জানানো হবে।

যকৃৎ প্রতিস্থাপনের জন্য গত শুক্রবারই যোগেশবাবুকে কলকাতা থেকে বেঙ্গালুরুতে স্থানান্তরিত করা হয়। কিন্তু হঠাৎই শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে এদিন তাঁর মৃত্যু হয়। তিনি স্ত্রী ও এক পুত্র–কন্যাকে রেখে গেলেন।

সিপিএম সূত্রে জানা গিয়েছে, বেঙ্গালুরু থেকে বিমানে প্রাক্তন মন্ত্রীর মরদেহ সোমবার সকালে বাগডোগরা পৌঁছোবে। সেখানে দলের দার্জিলিং জেলা কমিটির তরফে তাঁকে শ্রদ্ধা জানানো হবে বলে কমিটির সম্পাদক জীবেশ সরকার জানিয়েছেন। এর পর সেখান থেকে সড়কপথে যোগেশবাবুর মরদেহ ফালাকাটায় দলীয় কার্যালয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। সেখানে দলের তরফে তাঁকে শেষ শ্রদ্ধা জানানো হবে। তাঁর মৃত্যুতে সিপিএম নেতা বিমান বসু ও সূর্যকান্ত মিশ্র গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। প্রাক্তন পুর ও নগরোন্নয়নমন্ত্রী তথা শিলিগুড়ির মেয়র অশোক ভট্টাচার্য বলেন, 'যোগেশবাবুর মতো শান্তিপ্রিয় মানুষ কমই ছিলেন। রাজবংশী সমাজে তাঁর অবদান অতুলনীয়।' সিপিএমের আলিপুরদুয়ার জেলা সম্পাদক মৃণাল রায় বলেন, 'দীর্ঘদিনের একজন সহযোদ্ধাকে হারালাম। যোগেশবাবুর মৃত্যুতে দলের অপূরণীয় ক্ষতি হল।' ফালাকাটার বিধায়ক অনিল অধিকারী বলেন, 'বিরোধী রাজনৈতিক দল করলেও যোগেশবাবুর সঙ্গে আমাদের খুবই ভালো সম্পর্ক ছিল।'

ছাটরামপুরে পানীয় জল বন্ধে সমস্যা

তুফানগঞ্জ, ১০ ফেব্রুয়ারি ঃ তুফানগঞ্জ–১ ব্লকের ধনপল–২ গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত ছাটরামপুর বাজার সংলগ্ন প্রকল্প থেকে পানীয় জল সরবরাহ বন্ধ দীর্ঘদিন। ফলে এলাকায় প্রায় ৯ হাজার মানুষ সমস্যায় পড়েছেন। তাঁরা অবিলম্বে জল সরবরাহের দাবি জানিয়েছেন।

এলাকার মানুষের দীর্ঘদিনের দাবি মোতাবেক চার বছর আগে প্রকল্পটি গড়া হয়। প্রকল্পটি থেকে জল সরবরাহ শুরুও হয়েছিল। দিনে একবার জল সরবরাহ করা হত। মাঝে মাঝে জল সরবরাহ বন্ধ থাকত। তারপর একেবারেই জল সরবরাহ বন্ধ হয়ে যায়। সমস্যায় পড়েন এলাকার মানুষ। তাঁরা নলকূপের আয়রনযুক্ত জল খাচ্ছেন। এতে অনেকে পেটের রোগে ভুগছেন। অনেকে জল কিনে খাচ্ছেন বা দূর

চার বছর আগে ছাটরামপুরে জল প্রকল্প তৈরি করা হয়। প্রকল্পটি থেকে জল সরবরাহ শুরুও হয়েছিল। দিনে একবার জল সরবরাহ করা হত। মাঝে মাঝে জল সরবরাহ বন্ধ থাকত। তারপর একেবারেই জল সরবরাহ বন্ধ হয়ে যায়।

থেকে জল সংগ্রহ করে আনছেন।

ছাটরামপুর বাজার সংলগ্ন এলাকার গৃহবধূ তথা স্কুল শিক্ষিকা মীরা বর্মন বলেন, 'জল সরবরাহ বন্ধ আছে। নলকূপের জল আয়রনযুক্ত। ওই জল পান করা স্বাস্থ্যসম্মত নয়। সময়ের অভাবে পার্শ্ববর্তী এলাকা থেকে পানীয় জল আনা সম্ভব হয় না। তাই বাধ্য হয়ে পানীয় জল কিনে খেতে হচ্ছে। দ্রুত পানীয় জল সরবরাহ করা হলে ভালো হয়।'

স্থানীয় বাসিন্দা তথা বিজেপি নেতা মিন্টু রায় বলেন, 'চার বছর আগে একটি পানীয় জল সরবরাহের পাম্প চালু হয়েছিল। কোনো মাসে কুড়িদিন জল মিলত। কোনো মাসে জল সরবরাহ বন্ধ থাকত। দিনে তিনবারের জায়গায় একবার জল সরবরাহ করা হত অল্প সময়ের জন্য। এলাকার মানুষ নলকূপের জল খেয়ে পেটের রোগে ভুগছেন। তাই সকলের কথা চিন্তা করে দ্রুত জল সরবরাহ করা দরকার।' ধলপল–২ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান গৌতমী বর্মন বলেন, 'কিছু কারিগরি সমস্যা হওয়ায় দীর্ঘদিন জল সরবরাহ বন্ধ আছে। দ্রুত জল সরবরাহ করার ব্যবস্থা হচ্ছে।'

রাস্তা বেহালে দুর্ভোগ দেবপাড়া বাগানে

বানারহাট, ১০ ফেব্রুয়ারি ঃ বানারহাট দেবপাড়া চা বাগানের কোঅপারেটিভ শপ এলাকা থেকে নায়েক লাইন পর্যন্ত রাস্তা বেহাল হয়ে পড়েছে। বাগানের ২১/২১৫ এবং ২১/২১৬ পার্টের মধ্যবর্তী রাস্তাটি এলাকাবাসীর কাছে গুরুত্বপূর্ণ। অথচ রাস্তাটি অনেকদিন থেকেই চলাচলের অযোগ্য হয়ে রয়েছে। গত দু'দিনের বৃষ্টিতে জলকাদা জমে একেবারেই বেহাল হয়ে পড়েছে রাস্তাটি। দীর্ঘদিনের এই সমস্যা সমাধানের দাবি জানিয়েছেন এলাকাবাসী। স্থানীয় বাসিন্দা দেবজিৎ নাথ বলেন, 'রাস্তা বেহালের কারণে বাসিন্দারা সমস্যায় পড়েছেন। বহুবার প্রশাসনের দ্বারস্থ হলেও কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।' এ ব্যাপারে স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য সঞ্জীব নায়েক বলেন, 'আমি বোর্ডের মিটিংয়ে আলোচনা করে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার চেষ্টা করব।' বানারহাট–২ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান নবমী থাপা বলেন, 'রাস্তা খারাপের কোনো খবর আমার কাছে নেই। খোঁজ নিয়ে ব্যবস্থা নেব।'

নব্বই শতাংশ প্রতিবন্ধী ছেলের জন্য ভাতা চান মা

নয়ারহাট, ১০ ফেব্রুয়ারি ঃ তিনি স্বামী পরিত্যক্তা। একমাত্র ছেলেও ৯০ শতাংশ প্রতিবন্ধী। বিছানা থেকে উঠতে পারে না। টিনের ছাউনি ও পাটকাঠির বেড়া দেওয়া ছোট্ট একটি ঘরে ছেলেকে নিয়ে থাকেন আবেদা বিবি। জমি নেই। তাই দিনমজুরি করে ও একটি মাদ্রাসায় ফাইফরমাশ

স্থানীয় জনপ্রতিনিধি সহ শাসকদলের নেতাদের গোচরে থাকলেও সরকারি প্রকল্পের ঘর জোটেনি। মেলেনি ছেলের প্রতিবন্ধী ভাতাও। ছেলের জন্য ভাতা ও তাঁদের থাকার জন্য একটি ঘরের আর্জি জানিয়েছেন আবেদা বিবি।

খেটে যা আয় হয় তাই দিয়ে কোনো রকমে দিনকাটে মা ও ছেলের। তাঁদের কষ্টের কথা স্থানীয় জনপ্রতিনিধি সহ শাসকদলের নেতাদের গোচরে থাকলেও সরকারি প্রকল্পের ঘর জোটেনি। মেলেনি ছেলের প্রতিবন্ধী ভাতাও। ছেলের জন্য ভাতা ও তাঁদের থাকার জন্য একটি ঘরের আর্জি জানিয়েছেন তিনি। মহিলা ও তাঁর ছেলের পাশে দাঁড়ানোর আশ্বাস মিলেছে বিভিন্ন মহল থেকে।

মহিলার বাড়ি মাথাভাঙ্গা–১ ব্লকের হাজরাহাট–২ গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত পশ্চিম খাটেরবাড়ি এলাকায়। মহিলার ছেলের নাম আলি হোসেন (১৬)। সে কথা বলতে পারে না। হাঁটাচলাও করতে পারে না। এই কারণে সমাজ কল্যাণ দপ্তর থেকে তাকে প্রতিবন্ধীর শংসাপত্রও দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সরকারি কোনো সুযোগসুবিধা মেলেনি বলে অভিযোগ। স্থানীয় প্রশাসনকে জানিয়েও কোনো লাভ হয়নি। আবেদা জানান, ৭–৮ বছর আগে তাঁর স্বামী অন্যত্র সংসার পেতেছেন। তখন থেকেই ছেলেকে প্রতিপালন করার দায়িত্ব নিজের কাঁধে নিয়েছেন তিনি।

এ ব্যাপারে এলাকার তৃণমূল নেতা রফিকুল হোসেন অবশ্য বলেন, 'ওই মহিলার প্রতিবন্ধী ছেলেকে ভাতা পাইয়ে দেওয়ার জন্য আমিও ব্যক্তিগতভাবে অনেক চেষ্টা করেছি। ফের চেষ্টা করব।' তিনি বলেন, একবার ওই মহিলার স্বামীকে সরকারি ঘর দেওয়া হয়েছিল। এবার ওই মহিলাকে সরকারি ঘর দেওয়া যায় কিনা সে ব্যাপারেও স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে কথা বলবেন তিনি। বঙ্গীয় প্রতিবন্ধী কল্যাণ সমিতির কোচবিহার জেলা সহসভাপতি আমিনুর রহমানও বলেন, ব্যাংক অ্যাকাউন্টের সমস্যার কারণে ওই মহিলার ছেলের জন্য প্রতিবন্ধী ভাতা এতদিন পাইয়ে দেওয়া যায়নি। তবে এ ব্যাপারে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন তিনি। ব্লকের সমাজ কল্যাণ আধিকারিক পরেশচন্দ্র বর্মনও বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন।

স্কুলের পরিকাঠামোর উদ্বোধন রাজগঞ্জে

রাজগঞ্জ, ১০ ফেব্রুয়ারি ঃ রাজগঞ্জ ব্লকের মাঝিয়ালি গ্রাম পঞ্চায়েতের লাহারুবস্তি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শুরু থেকেই পরিকাঠামোগত নানা সমস্যা ছিল। তবে একটি বেসরকারি সংস্থা স্কুলটির পরিকাঠামো উন্নয়নে এগিয়ে আসে। রবিবার স্কুলে সেই পরিকাঠামোর উদ্বোধন করেন রাজগঞ্জের বিধায়ক খগেশ্বর রায়।

বিদ্যালয় সূত্রে জানা গিয়েছে, স্কুলটির ঘর থেকে শুরু করে বসার জায়গা সহ নানা পরিকাঠামোগত সমস্যা ছিল। অথচ সমস্যা

"২০১১ সাল থেকে ব্লকের বিভিন্ন প্রাথমিক, উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে উন্নতির দিকে নজর দেওয়া হয়েছে। তবে ওই স্কুলটি কেন বাদ পড়েছে সে ব্যাপারে খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

–খগেশ্বর রায় বিধায়ক

সমাধানে সরকারি তরফে কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি বলে তাদের অভিযোগ। শিলিগুড়ি রোটারি ক্লাব (ইন্টারন্যাশনাল) স্কুলটির পরিকাঠামো উন্নয়নে উদ্যোগী হয়। কিন্তু সরকারিভাবে কেন পরিকাঠামোর উন্নয়ন করা হল না তা নিয়ে বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে প্রশ্ন উঠছে। এ বিষয়ে বিধায়ক খগেশ্বর রায়কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, '২০১১ সাল থেকে ব্লকের বিভিন্ন প্রাথমিক, উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে উন্নতির দিকে নজর দেওয়া হয়েছে। তবে ওই স্কুলটি কেন বাদ পড়েছে সে ব্যাপারে খতিয়ে দেখা হচ্ছে।' এদিনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিডিও এন সি শেরপা, জেলার সহকারী বিদ্যালয় পরিদর্শক রাজীব চক্রবর্তী, রাজগঞ্জের অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক অনুপ হালদার, গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান খুকুমণি রায়, স্কুলের প্রধান শিক্ষক স্বদেশ দত্ত প্রমুখ। এদিনের অনুষ্ঠানে দুস্থ ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনার সামগ্রী, চকোলেট বিতরণের পাশাপাশি খিচুড়ি খাওয়ানোর আয়োজন করা হয়।

বন্যার ক্ষত সারাতে সমজিয়ায় চলছে উন্নয়ন

সাজাহান আলি • কুমারগঞ্জ

১০ ফেব্রুয়ারি ঃ ২০১৭ সালের বিধ্বংসী বন্যায় কুমারগঞ্জ ব্লকের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল ২ নম্বর সমজিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা। ক্ষয়ক্ষতির তালিকায় মাঠের ফসলের পাশাপাশি ছিল এলাকার রাস্তাঘাট। গত পঞ্চায়েত নির্বাচনের পর সমজিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতে গঠিত নতুন বোর্ড সেই সমস্ত ক্ষতিগ্রস্ত মাটির রাস্তাগুলিকে পাকা করার কাজ শুরু করেছে। মোট ১৫টি সিসি রাস্তার নির্মাণকাজ চলছে প্রায় একই সঙ্গে। কৃষিনির্ভর ও বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী এই রাস্তাগুলি নির্মিত হলে এলাকার কয়েক হাজার মানুষের বিরাট উপকার হবে বলে বাসিন্দারা মনে করছেন।

সমজিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান জয়নুর বেওয়া চৌধুরি ও উপপ্রধান খায়রুল মোল্লা জানান, গ্রাম পঞ্চায়েতের মোট ১৭টি গ্রাম সংসদের মধ্যে ১৫টিতে সিসি রাস্তা নির্মাণ করা হচ্ছে। রাস্তার মোট দৈর্ঘ্য ১৬০০ মিটার। এর জন্য ব্যয় বরাদ্দ করা হয়েছে ৪৯ লক্ষ টাকা। যে সমস্ত সংসদে সিসি রাস্তা নির্মাণ চলছে সেগুলি হল রায়নন্দা, বাসন্তী, সমজিয়া, নবগ্রাম, দেউন, চক জয়ন্তী, পলাশি, আঙিনা, সুন্দরপুর, রসুলপুর, দাউদপুর, কৃষ্ণপুর, কাটলা পূর্ব, কাটলা পশ্চিম এবং সুবর্ণ শহিদ। বাকি দুটি সংসদের কাজ খুব শীঘ্রই হবে বলে প্রধান জানান।

সমজিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য সহিদুল চৌধুরি (হোচিমিন) এ প্রসঙ্গে বলেন, প্রতিটি গ্রাম সংসদে সমপরিমাণ অর্থের কাজ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। প্রতিটি সংসদ এলাকায় বেশ কিছু ক্ষেত্রে উন্নয়নমূলক কাজের প্রয়োজন রয়েছে। গুরুত্বের নিরিখে পর্যায়ক্রমে কাজগুলি করা হবে। প্রতিটি এলাকার জনগণের চাহিদার ভিত্তিতে কাজের তালিকা তৈরি হবে। কারণ, মানুষের উন্নয়নই সমজিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের মূল লক্ষ্য বলে নতুন বোর্ড মনে করছে।

বলাবাহুল্য, বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী সমজিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের বেশিরভাগ মানুষই কৃষক। কৃষি ক্ষেত্রে উন্নয়নের জন্য যে ভালো রাস্তাঘাট প্রয়োজন তা অস্বীকার করার জায়গা নেই। এছাড়া শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ব্যবসা ইত্যাদির জন্যও রাস্তাঘাটের উন্নয়ন সবার আগে করা প্রয়োজন বলে মনে করছে গ্রাম পঞ্চায়েতের নতুন বোর্ড। রাস্তার প্রথম দফার কাজ শেষ করতে ফেব্রুয়ারি মাসের আরও দুই সপ্তাহ মতো লাগবে বলে জানালেন প্রধান জয়নুর বেওয়া চৌধুরি।

উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রে পরিসেবা মেলে না অন্দরান ফুলবাড়িতে

তুফানগঞ্জ, ১০ ফেব্রুয়ারি ঃ তুফানগঞ্জ মহকুমার নাটাবাড়ি ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের অধীন ১ নম্বর অন্দরান ফুলবাড়ি পূর্ব উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র। ওই উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রে দুজন হেলথ অ্যাসিস্ট্যান্ট ও পাঁচজন আশাকর্মী রয়েছেন। কিন্তু সেখানে কয়েকমাস ধরে মা ও শিশুর সুরক্ষা কার্ড, ভাউচারকার্ড, ভিটামিন–এ তেল সহ চিকিৎসা সংক্রান্ত বেশকিছু পরিসেবা পাওয়া যাচ্ছে না বলে অভিযোগ। সেখানে ৩৫৪ জন শিশুকে পরিসেবা দেওয়া হয়। তারমধ্যে ৩০০ জন শিশুকে বছরে দু'বার ভিটামিন–এ তেল দেওয়ার কথা। গত ডিসেম্বর মাসে শিশুদের ওই তেল দেওয়ার কথা থাকলেও এখনও পর্যন্ত দেওয়া হয়নি বলে অভিভাবকদের দাবি।

প্রতিটি উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রে গর্ভবতীর নাম নথিভুক্ত করা আবশ্যিক। নাম নথিভুক্ত করার সময় আইসিডিএস প্রকল্পের তরফে তাঁদের 'মা ও শিশুর সুরক্ষাকার্ড' দেওয়া হয়। ওই কার্ডে স্বাস্থ্য পরীক্ষার বিভিন্ন তথ্য লিপিবদ্ধ থাকে। এছাড়া শিশুর জন্মের পর নবজাতকের চিকিৎসা সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য ওই কার্ডে থাকে। কিন্তু ওই কার্ডটিও উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রের তরফে দেওয়া হচ্ছে না। পাশাপাশি সেখানে হলুদ রঙের ভাউচারকার্ডও পাওয়া যাচ্ছে না। সন্তান প্রসবের সময় ভাউচারটি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে দেখালে বিভিন্ন সরকারি সুবিধা পাওয়া যায়।

অন্দরান ফুলবাড়ি এলাকার গৃহবধূ অনিমা সাহা বলেন,'প্রায় তিন মাস পেরিয়ে গেলেও শিশুদের ভিটামিন–এ তেল দেওয়ার ব্যাপারে ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। কর্তৃপক্ষের এমন গাফিলতি মেনে নেওয়া যায় না।'

এ প্রসঙ্গে উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত হেলথ অ্যাসিস্ট্যান্ট পূর্ণিমা বর্মন বলেন, 'সমস্যার কথা নাটাবাড়ি ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রকে জানিয়েছি। কিন্তু লাভ হয়নি। এতে গ্রাহকদের পরিসেবা দেওয়ার ক্ষেত্রে সমস্যা হচ্ছে।' অন্যদিকে, নাটাবাড়ি ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত হেলথ অ্যাসিস্ট্যান্ট শুচিস্মিতা দেবনাথ দাস বলেন, 'আমাদের অধীনে ৪১টি সাব–সেন্টার রয়েছে। সব কেন্দ্রেই একই সমস্যা হচ্ছে। কারণ, জেলা থেকে ভিটামিন তেল সহ অন্যান্য জিনিস দেওয়া হয়। এ নিয়ে আমাদের কিছু করার নেই।' বিএমওএইচ সত্যেন্দ্র কুমার জানান, তিনি বিষয়টি খোঁজ নিয়ে দেখবেন।

ডিয়ার DEAR সাপ্তাহিক লটারী

হার্দিক অভিনন্দন

Nagaland State Lotteries ডিয়ার অস্ট্রিচ ইভিনিং
প্রথম পুরস্কার ₹ 26.05 লাখ
TICKET NO.: 49L 15451
Draw Date : 09.02.2019
সেলার ঃ অলিফ শেখ বাজারামপুর
• সেলার ঃ অলিফ শেখ, বাজারামপুর ₹ 1,25,000/-
• সাব-স্টকীষ্ট ঃ গোপাল লটারী, বালিয়া ₹ 15,000/- • স্টকীষ্ট ঃ লটারী ঘর, রঘুনাথগংজ ₹ 10,000/-

Sikkim State Lotteries ডিয়ার ওয়েক মর্নিং
প্রথম পুরস্কার ₹ 26.06 লাখ
TICKET NO.: 69E 21656
Draw Date : 10.02.2019
সেলার ঃ সমির হাজরা বেথুয়াডহরী
• সেলার ঃ সমির হাজরা, বেথুয়াডহরী ₹ 1,25,000/-
• সাব-স্টকীষ্ট ঃ তৃপ্তি লটারী সেন্টার, বেথুয়াডহরী ₹ 15,000/- • স্টকীষ্ট ঃ মন্জু এজেন্সী, বেথুয়াডহরী ₹ 10,000/-

West Bengal State Lotteries ডিয়ার বঙ্গশ্রী ইছামতি
প্রথম পুরস্কার ₹ 30.00 লাখ
TICKET NO.: 31K 38837
Draw Date : 10.02.2019
সেলার ঃ অনুপ আসনসোল
• সেলার ঃ অনুপ, আসনসোল ₹ 1,25,000/-
• সাব-স্টকীষ্ট ঃ পিন্কু এজেন্সী, আসনসোল ₹ 15,000/- • স্টকীষ্ট ঃ গুপ্তা এসোসিএট্স আসনসোল ₹ 10,000/-

Scheme given by : FUTURE TRADESOLUTION LLP, West Bengal

প্রশাসনের অবহেলার দুই চিত্র

জলযন্ত্রণা চরম টুঙ্গিদিঘিতে

জল জমে টুঙ্গিদিঘি থেকে চারধামালি যাওয়ার রাস্তায়। ছবি ঃ কৌস্তভ দেসরকার

করণদিঘি, ১০ ফেব্রুয়ারি ঃ জল জমা নিয়ে রাস্তা অবরোধ পর্যন্ত করা হয়েছিল, কিন্তু তারপরেও সমস্যা মেটেনি। শনিবার সামান্য বৃষ্টিতেই টুঙ্গিদিঘি বাসস্টপ থেকে বালিচর হয়ে চারধামালি যাওয়ার রাস্তায় হাঁটুসমান জল জমে গেল। জলের মধ্যে দাঁড়িয়েই সরস্বতীপুজোর কেনাকাটা করতে হয় পুজোর উদ্যোক্তাদের। জল জমার সমস্যা না মেটায় ফের আন্দোলনের প্রস্তুতি শুরু করেছে টুঙ্গিদিঘির বাসিন্দারা।

টুঙ্গিদিঘি বাসস্টপ থেকে পূর্বদিকে বাজারের ভিতর দিয়ে বালিচর হয়ে চারধামালি যাওয়ার রাস্তা রাস্তা সারাই ও জলনিকাশি ব্যবস্থার উন্নতির জন্য গত বছর সেপ্টেম্বর মাসে দোকান বন্ধ রেখে ও পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখিয়েছিলেন স্থানীয় ব্যবসায়ীরা। কিন্তু অবস্থার কোনো পরিবর্তন হয়নি।

ব্যবসায়ীদের অভিযোগ, সরস্বতীপুজোর মধ্যে বৃষ্টিতে তাঁদের ব্যবসা ও জনজীবন পুরো বিপর্যস্ত। তাদের বক্তব্য, দীর্ঘদিন ধরে বালিচর যাওয়ার রাস্তার বেহাল দশা। অল্প বৃষ্টিতেই জল জমে যায়। দীর্ঘদিন ধরে কাদা, জল জমে থাকে রাস্তায়। আর কাদা শুকিয়ে গেলে ধুলোয় অতিষ্ঠ হতে হয় বাসিন্দাদের। ব্যবসায়ীরা বলেন, বেহাল এই রাস্তার জন্য তাঁদের লাগাতার ক্ষতির মুখে পড়তে হচ্ছে। ব্যবসা প্রায় বন্ধের মুখে। প্রশাসনকে বারবার জানানো সত্ত্বেও কোনো কাজ হয়নি। প্রশাসনকে জানিয়ে লাভ না হওয়ায় ফের আন্দোলনের কথাই ভাবছেন তাঁরা।

করণদিঘির বিডিও বিজয় মুক্তানকে ফোন করা হলেও তিনি ফোন তোলেননি। তবে করণদিঘি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মহম্মদ কামরুজ্জামান বলেন, ওই রাস্তার ব্যাপারে স্কিম তৈরি করে জেলা পরিষদে পাঠানো হয়েছে।

বৃষ্টিতে বেহাল বিন্নাগুড়ি বাজার

বিন্নাগুড়ি বাজার এলাকার রাস্তায় জমে জল। ছবি ঃ গোপাল মণ্ডল

বিন্নাগুড়ি, ১০ ফেব্রুয়ারি ঃ বিন্নাগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের বিন্নাগুড়ি বাজার এলাকার প্রধান রাস্তায় অল্প বৃষ্টিতেই জল জমে যাচ্ছে। ফলে যাতায়াতের সমস্যায় পড়তে হচ্ছে বাজার করতে আসা এলাকাবাসীকে। পাশাপাশি এই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করেন বিন্নাগুড়ি চা বাগানের প্রায় ৩০০০ বাসিন্দা। এই কারণে রাস্তাটি বিন্নাগুড়িবাসীর কাছে গুরুত্বপূর্ণ। এই রাস্তার ধারে সপ্তাহে দু'দিন বিন্নাগুড়ির একমাত্র হাট বসে। রাস্তাটি দীর্ঘদিন ধরে বেহাল থাকায় ক্ষোভ বাড়ছে। এলাকার ব্যবসায়ী বিজয়কুমার বাসফোর, শ্যাম আগরওয়াল, চন্দন চক্রবর্তীর দাবি, চলাফেরার অসুবিধের জন্য দোকানে ক্রেতারা আসতে চান না। ফলে ব্যবসায় ক্ষতি হচ্ছে তাঁদের।

বিন্নাগুড়ি চা বাগানের অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার সন্তোষকুমার মাহাতো বলেন, 'চা বাগানের আসা–যাওয়ার একমাত্র রাস্তা। এই রাস্তা দিয়ে বাগানের ছাত্রছাত্রী সহ প্রায় ৩০০০ শ্রমিক যাতায়াত করেন। রাস্তাটি বেহাল হওয়ায় সমস্যায় পড়তে হয়। তেমনি অল্প বৃষ্টিতে চলাফেরা করাই মুশকিল হয়ে পড়ে।'

পঞ্চায়েত সদস্য অরুণকুমার রাম বলেন, 'আমি নিজে জেলাপরিষদ সদস্যের সঙ্গে এই বিষয়ে কথা বলেছি। লিখিত আকারে জানালে শীঘ্রই ব্যবস্থা নেওয়া হবে।' গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান দীপককুমার শ্যাম বলেন, 'যেহেতু রাস্তাটি জেলাপরিষদের। তাই আমরা জেলাপরিষদকে এ ব্যাপারে লিখিত আকারে জানাব।'

জলপাইগুড়ি জেলাপরিষদের কর্মাধ্যক্ষ মনোজ তামাং বলেন, 'স্থানীয় প্রশাসন যদি আমাকে এই বিষয়ে লিখিত আকারে জানায় তবে খুব শিগগিরি রাস্তাটি সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়া হবে।'